সমকাল

তারিখ ... 07 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মানবিক বিদ্যাকে প্রান্তে ঠেলে দে

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ | **কাজী মসিউর রহমান**

সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমা
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

মানবিক বিদ্যাকে প্রান্তে ঠেলে দিয়ে পুঁজিদাস বিশ্বব্যবস্থা জ্ঞান কাঠামোর কেন্দ্রে তুলে আনে ব্যবসায় শিক্ষা এবং প্রযুক্তি শিক্ষাকে। মানবজীবনের তাবৎ বিষয় এখন মুনাফা সৃষ্টির পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা মূর্ত বা বিমূর্ত সবকিছুকে বাজারে নিয়ে এসেছি। প্রকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা না করিয়ে শুধু ফলিত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল বা ডাক্তারি বিদ্যার অনুশীলন করানোর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবীয় মানুষ সৃষ্টির পথটা মসৃণ হয়ে উঠছে না

গুলশানে, প্যারিসে বা মিউনিখে মানুষ হত্যার যে বীভৎস চিত্র আমরা দেখলাম তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অত্যন্ত নৈপুণ্য ছিল ওই ধ্বংসযজ্ঞে। সন্দেহ নেই, এ ক্ষেত্রে দক্ষতা ছিল আরও বেশি। আজ চারদিকে শুধু দক্ষতানির্ভর শিক্ষা পদ্ধতির দুর্দান্ত বিস্তার ঘটে চলেছে বললে খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। এর প্রভাব থেকে মুক্তি পায়নি বিশ্ব পুঁজির এক প্রান্তিক দেশ, এই বাংলাদেশও। এখানে অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় প্রতি ইঞ্চি জমিনে (space) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে মানবিকতাবিচ্ছিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধির প্রত্যাশা, আর পরীক্ষায় 'ভালো' ফল করার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কী বা চোখে পড়ে! এখানে বলতে হয়, নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা ওই নারকীয় হোলি খেলাকে যদি একটি সুস্থ গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য দুর্ঘটনা হিসেবে বিবেচনা করতে চাই, তবে এ কথা স্বীকার করতেই হবে– ঘাতক ও তাদের দরদিদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও জীবনযাপনে নিশ্চয়ই কোনো একটি উপাদানের তীব্র ঘাটতি রয়েছে। যে কোনো চিন্তাশীলের বিবেচনায় যা মানবিকতার অনটন বলে প্রতীয়মান হবে। দক্ষতানির্ভর মুনাফাসন্ধানী বিশ্বায়িত পুঁজি তার টিকে থাকা ও প্রসারের জন্য যে সংস্কৃতি নির্মাণ করে সেখানে মানবিক শিক্ষার বা শিক্ষার ভেতর দিয়ে মানবিকতা চর্চার ওপর প্রতিনিয়ত এক গণহত্যা সংঘটিত হতে দেখি। তাই আজ বিদ্যালয় বা সমাজের নানা জায়গায় মানবিক বিদ্যার যথেষ্ট প্রান্তিকীকরণ চোখে পড়ে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রান্তে টিকে থাকা মানবিক বিদ্যার এক রকম রাজনৈতিক অর্থনীতির পাঠ তুলে ধরাই এই লেখাটির উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বুঝতে চেষ্টা করা যাক মানবিক বিদ্যা কী? প্রকৃত প্রস্তাবে, মানবিক বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের সহাবস্থানের মাধ্যমে প্রগতিশীল চিন্তার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে সে নানামাত্রিক জ্ঞানচর্চার একটি সংস্কৃতিও নির্মাণ করে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক বিদ্যা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, উত্তর-উপনিবেশ এলাকায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা তাত্ত্বিক, পণ্ডিত হোমি ভাবার মতে, মানবিক বিদ্যা মানুষের চিন্তা প্রক্রিয়ায় প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবদান রাখে। প্রথমত, মানবিক বিদ্যা বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের সম্ভাব্য সব রকম ব্যাখ্যা নির্মাণের প্রয়াস চালায় এবং যার মাধ্যমে সে মানুষের ধারণা বা মতাদর্শ গঠনে কাজ করে। দ্বিতীয়ত, মানবিক বিদ্যা স্থান এবং কালের সঙ্গে সম্পর্কিত রেখে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ হাজির করে। এ রকম বিশ্লেষণের মাধ্যমে সে দেখাতে চায় ব্যক্তির মূল্যবোধ কীভাবে তার জীবন, তার স্বপ্ন বা তার কল্পনাকে নিরন্তর রূপান্তরিত করে। তৃতীয়ত, সে সামাজিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞানের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক নির্মাণ করে। সেই অর্থে মানবিক বিদ্যার গভীরে জ্ঞানের বহুমাত্রিকতার একরকম (ইন্টারডিসিপ্লিনারিটি) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

মানবিক বিদ্যার এই সুগভীর গুরুত্ব সত্ত্বেও তাকে পৃথিবীর জ্ঞান সৃষ্টি ও চর্চাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রান্তে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিতেই বোঝা যায়, বিজ্ঞান বা বাণিজ্য সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মানবিক বিদ্যার এলাকায় বিনিয়োগ ও উৎসাহ অত্যন্ত কম। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন বলছে, সেখানে ২০১১ সালে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণায় যে অর্থ বরাদ্দ হয়েছিল তার মাত্র এক শতাংশেরও অর্ধেক মানবিক বিদ্যার জন্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটু ভেবে দেখা দরকার, মানবিক বিদ্যা যে প্রশ্নগুলো নিয়ে কাজ করে সে জিজ্ঞাসাগুলো কি বাণিজ্য বা বিজ্ঞানের জিজ্ঞাসার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ? উদাহণস্বরূপ উল্লেখ করা প্রয়োজন– সভ্যতার বিবর্তন, সত্যের বহুরূপিতা, ন্যায্যতা, দর্শন, মতাদর্শ, রাজনীতি, সমাজ ও প্রতিবেশ সম্পর্কিত অসংখ্য বিমূর্ত বিষয়, যা মানুষের জীবন ও ইতিহাসের প্রতিটি স্তরকে প্রভাবিত করে সেগুলোই মূলত মানবিক বিদ্যা চর্চার বিষয়। যদি এসব বিষয় পুঁজিনিয়ন্ত্রিত বিশ্ব ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত মূল্যহীন বিবেচিত না হতো তবে বাংলাদেশে মানবিক বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক অনুপ্রেরণা ও সম্পদের বিনিয়োগ এত সামান্য হতো না। শুধু কি তাই, আজ মানবিক বিদ্যার সামাজিক মর্যাদাও নিম্ন স্তরে। প্রচলিত চিন্তা-ভাবনায় প্রতীয়মান হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে কম মেধাবী, কম সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীরা মানবিক শাখায় পড়ে। এ প্রসঙ্গে বলা যৌক্তিক যে, মানবিক বিদ্যা আজ একটি অনাকাঙ্ক্ষিত শ্রেণিবৈষম্যের শিকার। আমজনতার বাংলা মাধ্যম, ধর্ম শিক্ষার মাদ্রাসা ও উচ্চবিত্তের ইংরেজি মাধ্যম এ দেশে মূল্যবোধ, ক্ষমতা সম্পর্ক ও মর্যাদার প্রশ্নে বিভাজন তৈরি করেছে। এ বিভা আরও জটিল হয়ে ওঠে, যখন মানবিক, বিজ্ঞান বাণিজ্য অনুষদের মধ্যে শ্রেণিচেতন্য তৈরি করা এবং চলমান শিক্ষা ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে তাকে টিকি রাখা হয়। আশ্চর্যের বিষয়, এই অনুষদভিত্তিক শ্রে স্তরের সবচেয়ে প্রান্তে স্থান পায় মানবিক বা কলাবিদ মানবিক বিদ্যাকে প্রান্তে ঠেলে দিয়ে পুঁজিদাস বিশ্বব্যব জ্ঞান কাঠামোর কেন্দ্রে তুলে আনে ব্যবসায় শিক্ষা এ প্রযুক্তি শিক্ষাকে। মানবজীবনের তাবৎ বিষয় এ মুনাফা সৃষ্টির পণ্যে পরিণত হয়েছে। আমরা মূর্ত বিমূর্ত সবকিছুকে বাজারে নিয়ে এসেছি। এখানব বেচা-বিক্রির তালিকায় আলু, ছোলা আর বাখরখা সঙ্গে পণ্য হিসেবে হাজির করা হয়েছে মাতৃ দেশপ্রেম, মানবিক সম্পর্ক আর কবিতাকেও। এবং প্রযুক্তি সেই কবে থেকেই হয়ে আছে অর্থনীতির (নিউ ইকোনমি) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প আমরা কেনাবেচা করছি আকাশ-বাতাস-পাহাড় আর ভূগর্ভও। দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জীবন পাহারা সুন্দরবনকেও হাল আমলে আকর্ষণীয় পণ্য বান সক্ষম হয়েছি আমরা। এখানে এও যুক্ত করা দরব প্রকৃত বিজ্ঞানের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ স্থাপনের না করিয়ে শুধু ফলিত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ডাক্তারি বিদ্যার অনুশীলন করানোর মধ্য গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানবীয় মানুষ সৃষ্টির মসৃণ হয়ে উঠছে না।

বাস্তবতা এড়িয়ে যাওয়ার আজ উপায় নেই, বি অনুষদের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষার্থীর মেধ মননে, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসে অন্ধতা প্রতিক্রিয়াশীলতার দীর্ঘ ছায়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রকৌশলবিদ্যা ও ডাক্তারিবিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের

■ নেত্রকোনা প্রতিনিধি
কেন্দুয়া উপজেলার সাহিত্য
উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হ
সাহিত্য আড্ডার উপদেষ্টা
আলোচনা করেন মুক্তিযোদ্ধা
পাল, পল্লব চক্রবর্তী, ইজাজ
আহমেদ নিশাত, শিক্ষক
জুলফিকার ইজদানী, লোকসা
ও গীতিকার মির্জা রফিকুল হা

সাটুরিয়ায় স্বাস্থ্য প্র

■ সাটুরিয়া (মানিকগঞ্জ) প্রতি
সাটুরিয়ার বরাইদ দরগ্রাম ইউ
করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্য
বরাইদ ইউনিয়ন আওয়ামী লী
ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত
ইমরাম আলী, ইউএনও হাসা
পরিকল্পনা কর্মকর্তা শাহ মোহ
আবদুল ওয়াদুদ বাবু প্রমুখ।

কুয়াকাটায় ইয়াবা

■ কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতি
কুয়াকাটায় বদরুলকে মহিপুর
সন্ধ্যায় গ্রেফতার করেছে। এ
কুয়াকাটা পৌরসভার প্যানেল
বাড়ি রাঙ্গাবালীতে। পুলিশ
ব্যবসাসহ বিভিন্ন ধরনের অপক

উল্লাপাড়ায় ট্রেনে ক

■ উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) প্রতি
ঢাকা-ঈশ্বরদী রেলপথে উল্লাপ
পূর্বপাশে ট্রেনে কাটা পড়ে মে
শুক্রবার সন্ধ্যায় এ দুর্ঘটনা
রায়পুর গ্রামের আহসান আজি
থেকে রাজশাহীগামী পদ্মা এক্স
লাশ পুলিশ উদ্ধার করে ময়না
মর্গে পাঠিয়েছে।

দেশটাকে পরি

ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলা
পরিষ্কার করি দিবস-২০১৬-এর
অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধ
ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ উপ
সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের
ইসলাম। আরো উপস্থিত ছিলেন
প্রক্টর, বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্র
জন শিক্ষার্থীকে সনদ বিতরণ করা